লোকগীতি – প্রথম লাইন

Resize window/zoom to 200% (if required)

নীল রঙে ক্লিক করুন

প্রথম লাইন pdf ফাইল দেবে, png দেবে png ফাইল, src দেবে tex ফাইল

Click on blue. First line gives a pdf file, png a png image file, src the source tex file

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(Last updated 13 September 2017)

Home page/URL:

http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

এই সূচীপত্রে যা যা আছে: (নীল রং)

অন্যগুলোর জন্য আলাদা সুচীপত্র (হোমপেজ দেখুন)

আগমনী	খাটু	গম্ভীরা	গাজন
গাজীর গান	গোঠের গান	ঘাটু	জারি
ঝুমুর	টুসু	ত্রিনাথের গান	ধামাইল
ধর্মীয়	নিমাই	নৈলা গান	বাউল
বাইদ্যার গান	বিচ্ছেদী	বিজয়া	বিয়ের গান
ভাওয়াইয়া	ভাটিয়ালী	ভাদু	প্রেমের গান
মনসার গান	মুর্শিদা	সারিগান	শ্যামাসঙ্গীত
হাসন	অন্যান্য		

আগমনী

top

আয় মা উমা চুমি তোমার

এসো ঘরে নয়ন তারা হারানিধি

ঐ দেখগো মেনকারাণী

ও মা কেমন করে পরের ঘরে

কবে যাবে বল গিরিরাজ

কালীঘাটের কালা, গো মা, কৈলাসের

গা তোল গা তোল গিরি

গিরি এবার আমার উমা এলে

জাগো জাগো যোগেশ্বরী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী

তাক্ কুর কুর ঢোলক বাজে

দুর্গা আমার বিপদ্ বিনাশিণী

নিদ্রা নাহি আসে উঠে আর

পাগল ভোলা আইলো রে

পুণ্য ধাম বাপের বাড়ি

বন্দোম্ সরেস্বতী দেব নারায়ণ

বলদে চড়িয়া শিবে শিঙ্গায় দিলা

বারো মাস পরে আইলি উমা

বিল ভরা থৈ থৈ গাঙ্গ

বৃথা গঞ্জনা রানী দিও না

মা মেনকা কাইন্দো না আর

মায়ে ত জিজ্ঞাস করুইন, দুর্গা

যাও যাও গিরিরাজ আনিতে

রাণী, দেও গো জয়ধ্বনি

লাম লাম, বনদুর্গা, যাইট শেওড়ার

খাটু

top

জলের ঘাটে কদম তলে

গোঠের গান

top

গোপী বাহির হইয়া চায়

গোষ্ঠে গোপাল আর যাবে না

জলে কিবা অনলে, ভাই, তুই

তখন গোপাল কেঁদে কয়

তখন বলরাম ভনে, গোপাল দে

মাগো আমায় আর মেরো না

রাণী যশোদা বলে,

সন্ধ্যাকালে ও মায়ে

সাজরে গোঠে রাখাল

হাসি হাসি, কালশশী, আমরা আসি

গম্ভীরা

top

আর একনা কথা শুন্যা যাও ভোলা
বোরাই ধান ভাই লাইগ্যাছে
শিব হে, তোমার এ কি

গাজন

top

ও শিব নাচে রে নবীন
জয় বাবা ভোলে বাবা ওগো
ঢোল বাজে কাড়া বাজে
দাও পরিচয় ও মহাশয় এখানে
ধর ধর দিস না ছাইড়া
ভাঙ্গব চারি দুয়ারের কবাট
মহাদেব ভাঙ্গার ভোলা শিব
শিব দূর্গা দুই জনে বসি
শিবের পাশে বসে শিবানী বলে
শুন সবে মন দিয়া হইবে শিবের

গাজীর গান

top

দম দমাইয়া হাঁটে নারী চউখ
পরথমে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর
ভালা নাচেরে নাচে ভালা
মরে হায় হায় রে মোল্লা
মুসলমান বলে গো আল্লা

ঘাটু

top

সইলো, আর না যাইবাম্ জলে

জারি

top

আইজ বুঝি তোরে যাবে লইয়া
আরে হোসেন কান্দে, কান্দে হোসেন
আল্লা, আল্লা বলো বান্দা
আল্লা যব চলে রণেতে কাসেম
এক রথের ধুয়া বান্দে, ঈদু
ও দুখ সহন যায় না
ও পিয়াল বনের পাখী
তেরশ যোলো সালে
নিশি প্রভাতকালে কুকিলা ডাকে
পরথমে বন্দনা করি প্রভু নিরঞ্জন
বিয়ার কালে যুদ্ধে যাইতে ক্যান
ভাই রে, দ্যাশে আছে দুইডা
শুনে প্রাণ শ্মশানকৃত
সন তেরশ ষোলো সালে রবিবারে
সভায় এসে ভাবি বসে শুনলাম
সামাল সামাল ডুবলো তরী ওরে
স্বাধীন দ্যাশে লোক পালাইল
হা রে ও প্রাণনাথ এস এস
হানেফ বলে আয় মোর কোলে
হিন্দু গো দুগ্‌গি পূজা

টুসু

top

আজ আমাদের আজ আমাদের
আমরা পৌষ পরবে টুসু পাতিব
আমার টুসু ধনে
আমার মনের মাধুরী
উঠ উঠ উঠ টুসু
ওলো তোরা টুসু লিহে
কলিকালের একি মহিমা
কংসাবতী মকর মেলাতে
খাবার ভেজাল, ওষুধে ভেজাল
চল্ টুসু চল্ খেলতে যাব
টুসু সিনাচ্ছেন গা দোলচ্ছেন
টুসুর বাপ্‌কে পাঠাব লিতে
দেখ্ না কত আনন্দ দুলে
না রহিবেন গাঁয়ে টুসু যাবেন
বারণ কর মা কৃষ্ণকে বাঁশী
বিনয় করি কহেন শ্রীমতী
মকর পরব চইলে আইল কর্‌রে
মনের কথা রইলো রে
যাবার সময় মন কেমন করে
লুহা সিঁদুর দিবি বল্
সরকারেই পদে নিবেদন
হায় রে, আমার সাধের টুসুধন

ত্রিনাথের গান

top

এলোরে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
ও তিন পয়সাতে হয় যার
গাঙ্গার চিরল চিরল পাত
সারাদিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও

ধামাইল top

আইজ কেন মোর প্রাণ সজনী
আমার অন্তরের মাঝে গো
আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে
আমি কেন আইলাম
আমি রব না রব না
ভ্রমর কইও গিয়া শ্রীকৃষ্ণ
যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ
ললিতা বিশাখা শ্যামকে আনিয়া দেখা
শ্যামল বরন রূপে প্রাণ
সখী আগ্যাইয়া দেখ তোরা
সুহাগ চাঁন্দ বদনী দনি
হায় রে মনুয়া মাঝি

ধর্মীয় top

আগে নিজের সম্বল বান্ধো
আমার মন অসার সংসার মাঝে
এ কূল আর ও কূল
ওরে মন জেলে
কর মন শ্রীগুরুর চরণ ভরসা
গুরু হে, চেয়ে দেখতে পাই
গুরু-তত্ত্ব চরম পদার্থ চিনলি না
গোঁসাইর চরণ বিনে
চলছে আজব কলে
চিন নি মন তারে
দয়াল গরু ধন কোথায় গেলে
দেহে থাকতে চেতন হরি বলো
মন সোনার বেনে
মন-ফরাজি এবাদতের আসল পুঞ্জি কি
লা-ইলাহা ইল্লাল্লা হু
শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি
শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে
হরি কি বিনা সাধনেতে মিলে
হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে

নৈলা গান top

আল্লা মেঘ দে পানি দে
পানি না নামাইয়া পরান

নিমাই সন্ন্যাস top

আমি এই যে ভিক্ষা চাই
এই হরিনামের ফেরিওয়ালা
একটা সোনার মানুষ এসেছে ভাই
কার ভাবে নদেয় এসে কাঙাল
গোপালরে তুই কোথায় প্রাণ
গৌর রূপ দেখিয়া হইয়াছি পাগল
তুই আমারে পাগল করলিরে
তুই ক্যানে গৌর হলি রে কানাই
তোমার লীলা বুঝতে পারা দায়
নিমাই চান্দ সন্ন্যাসে যায়
নিমাই দাঁড়ারে নিমাই দেখি
নিমাই বিনে সোনার নইদা
বিদায় দে মা শচীরাণী
ভব পারে কে যাবি রে
রসের গৌর হেরে
রাইরূপে শ্যাম অঙ্গ ঢাকা
শচীমাতা গো, আমি চার যুগে
শুনো রাধে বলি
সন্ন্যাসী বানাইলো তোরে কে রে

প্রেমের গান top

অদ্য দিবস অবশেষ কালে, আচম্বিতে
আইস রে রসিক বন্ধু একবার
আমারে বানাইলে পিরীতের দেওয়ানা
আমি বন্ধের প্রেমাগুনের পোড়া
আমি রূপের পাগল হইলাম রে
এখন ভাবিলে আর কি হবে
ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
ঐনা রূপে নয়ন দিয়ে আমার
ও কালা কার আশায়
ও কোকিল তোর সুরে
কল্পতরু রে, তোমরা নি দেইখাছ
কলসী ভাসাইয়া নিল গো হীরা
কাউয়া কালা কুঁইলা কালা
কালিজা ছেদিল গো আমার শ্যাম-পিরীতের
কোন বা দেশে যাবরে
ঘাটে নাও লাগাইয়া, রে তুমি,
চম্পাবতীর দেশে রে ভাই
চিত্তে ধৈর্য ধর, রাধে, প্রেম
চিনিস্ না, সই, তোরা
জাগ, জাগ, চেংরা গো বন্ধু,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী

দেইখা আইলাম তারে
দোহাই আল্লা মাথা খাও
নিঠুর কালা বাঁকা শ্যাম
পরান বন্ধু রে ভালোবাইস্যা ও তোর
পাগল হইয়ে বন্ধু
পান দিলাম সুপারী দিলাম রে
প্রাণ বন্ধুয়া বিনে গো আমার
প্রেম কইরা মৈলাম গো, সই,
প্রেম করে হারালেম কুলমান
বন পোড়ে তা সবাই জানে
বল বল, অ সুবল ভাই
বাঁশী বাজাইও না
বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে
বৃন্দাবনের বনে বনে
যমুনায় জল আনতে যাচ্ছ
রাধ বিনে প্রাণ বাঁচেনারে
সমীরণে আমার কানে এ কার
স্বপনে নাগর বর বসিয়েছে পালঙ্কের
হারাইয়া তালাস করি প্রাণবন্ধু আমার

বাইদ্যার গান

top

আমি বলি এই সভাতে
এইনা শাবন মাসে
ওলো আমার রসের বাইদানী
কোন বা দেশে রইলারে নইদ্যার চান
যে না বরে বাঁচেরে আমার
সাপ খেলা দেখবি যদি
সাপ ধরা মোর জাতি গো
সোনার বরন লখাইরে আমার

বিচ্ছেদী

top

আমার কালো পাখি গেল উড়ে
কালারে কইরো গো মানা
কোথায় রহিলা বন্ধু দেখা দাও
কোন বনে বাজায় গো বাঁশী
তারে ভুলাইয়া রেখেছে
দিবানিশি পড়ে মনে শ্যাম বিনে
না বাজায়ো বন্ধু তোমার
মন দুঃখে মরিরে সুবল সখা
মনের মানুষ নইলে
যখন বন্ধু জ্বলবে রে প্রাণ
শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
শ্যামের বাঁশি শুন সজনী
সুখ বসন্ত আইসে যায়

বিজয়া

top

কোথায় যাবে কোথায় যাবে
নবমী নিশি গো তুমি
মঙ্গল ঘট সারি সারি
সপ্তমীতে মা জননী মণ্ডপে মণ্ডপে

বিয়ের গান

top

আনন্দে মাতিল সর্বপুরী
আমতলায় ঝামুর ঝুমুর
আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে
উত্তরে পাতিয়া মেঘ, দক্ষিণে গঙ্গরে
এ শুভ উৎসবে সাজি, আয়
ওহে ভারতবাসী, দেখ দেখ আসি
কাসেতে করতাল বাজে, ধলা ঘোড়া
চল সজনী দেখে আসি সীতা
জলে ঢেউ দিও না গো
তুমি আমি লেখি পড়ি এক্কই
তোমার রামের অধিবাসের রানী সময়
মাকে যে বলেছিলে দুধের পখুর
রাধা শ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল
লীলাবালি লীলাবালি ভর
সীতা সুন্দর মাজাতে চেলেনীর
সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি
হায় গো জলে ঢেউ দিও না
হায়রে পিতলের কলসী

ভাদু

top

আমার ঘরকে ভাদু এইলেন
আমার ভাদু দক্ষিণ যাবে
আমার ভাদু মণি সোনার খনি
আমার ভাদু মান করেছে, খায়না
কি আনন্দ হয় গো
চোখেরই দেখা তার কাজল রেখা
তোরা বল গো প্রতিবেশী
নানা জাতি ফুল ফুটেছে
পুরানেতে না পাই তার ঠিকানা
বসে ভাবছি মনে

ভাদু! এসেছো বসেছো যদি হাসো
ভাদু চলেছেন লাচ্চে লাচ্চে
ভাদু পরবের হাট লাগলো রে
ভাদু লে লে লে পয়সা
ভাদু কে বাঁশি বাজালে
ভাদু যায় পড়িতে, বই খাতা
ভাদুর বিহা দিব কিসে
মত্ত মধুপ দল বন্দে ভাদুমণি

মনসার গান

top

ওকি হায় রে নৃত্য করে
ও নদীরে ভেসে চলে
ঘুমাইও না আর বেহুলা জাইগা
ঘুমাস না আর বেহুলা জেগে
জয় জয় বিষহরি

মুর্শিদা

top

আমার মুর্শিদ ধনের বাজারে
আর আমার কেউ নেই মশীদ
আর দুঃখে বাঁচি না মুর্শিদ
এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া
ও আমার জাত গেল রে
কি আজব কারিগর
কেমন কইরে পাব আল্লা
কেহই করে বেচা কিনা, কেহই
চল্ রে মন মাইজ ভাণ্ডারে
তারে আপন ঘরে পাবি
দয়াল তুমি ছাড়া পারঘাটাতে
দয়াল নবীজী
দেখে যা রে মাইজ ভাণ্ডারে
নবী মোর পরশমণি
পাগলের হাটে বাজারে
প্রাণ তবু না রাখিব রে
ভাব দরিয়ায় ভাসাইলাম তরী
মন আমার মথুরা রে
মাইজ ভাণ্ডারের ভাবের রসিক
মুর্শিদ আমায় ফেল না
মুর্শিদ চাঁদ কি ধরা যায়
মুর্শিদ তোমায় ডাকি আমি বইসা
মুর্শিদ নাই যার সঙ্গের সাথী
মুর্শিদ নালিশ তোর দরবারে
মুর্শিদ বিনে হবে না প্রেম
রাইয়ে বলইন সুনা বন্দ
শহরে বন্দরে মর্শিদ ঘুরিয়া বেড়াই

শ্যামাসঙ্গীত

top

অপার সংসার নাহি পারাপার
অবোধ মন, তুমি আর দিন
আধ-আধ কথা কয়, আধ-আধ হাসে
আমার নাই আঁধারের ভয়
আমার সাধ না মিটিল
আয় জবা ফুল, আয় জবা
এ মায়া প্রপঞ্চময়
এসো মা আনন্দময়ী নিরানন্দ দিয়ে
ও মা কালী, কালী গো, এতনি
ও মা, তরাও তারা এ
কাননে ফুটিল জবা, পাবে বলে
কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে
কে জানে মা কালী কেমন
ঘূড়ি হয়ে উড়ছি সদাই, নীল
জবা ফুল ফুটলো রে বিশ্ব-বাগিচায়
ঝুমকো-লতা, শোন মোর কথা
ডুব দে রে মন কালী
তাই বলি, রে, মাকে ডাক
দিবালোকে ঘুমিও না মন
দেবালয় ভরে গেল ধূপের গন্ধে
দোষ কারো নয় গো মা
নামেরি ভরসা কেবল শ্যামা গো
নিরানন্দ করিসনে মা, শোনো গো
পৃথিবী, কোথা তোমাদের ঝাড়ুদার
প্রাণ ভরিয়ে ডাকবো মা গো
বড় সাধ হয়েছে, দিব জবা
বলরে জবা বল
বলতে পার, এ ব্রহ্মাণ্ডে, রইবে
ভবে আসা খেলব পাশা
ভয়ঙ্করী তোরে কালী কে বলে
ভেবে দেখ মন কেউ কারো
মজলো আমার মন ভ্রমরা
মদ-মত্ত মাতঙ্গিনী উলঙ্গিনী নেচে ধায়
মন কেন তোর ভ্রম
মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি
মা আমারে হাতে করে মানুষ

মা কি নেই মোর ভূমণ্ডলে
মা গো অত আদর, অত
মা গো, আমি বেশ আছি
মা গো, হরহৃদে পা দিয়ে,
মা গো সাধে কি কই
ও মা, তরাও তারা এ
মা তোমায় আর ডাকবো কতো
মা তোর বরণ কালো লাগে
মা দিয়েছেন জীবনটুকু, রেখো যতন
মানসকন্যা, কন্যাকুমারী, রয়েছে সাগর পারে
মায়ের দুটি চরণ যেন, রক্তকমল
মায়ের পায়ের জবা হয়ে
মায়ের বিচার এমনি বটে
যদি মন, মায়ের দাবি করবি
রক্তরাঙ্গা দুটি চরণ কমল, শিব-হৃদি
লম্বিত গলে মুণ্ডমাল দম্ভিতা ধনি
সকলি তোমারি ইচ্ছা
সদানন্দময়ী কালী
সময় থাকতে সেলা রে মন
হৃদ কমলার সনে

সারিগান top

আইজ রণে সাজিলো সোনাভাই রে
আমার কাংখের কলসী
আমার গোঁসাই রে নি
এ নাওয়ে নাইরল লইয়া যায়
ও আমার দরদী, আগে জানলে
ও মোর কানাইরে কেমন কইরা পাউরি
ওরে ও সুন্দইর‍্যা নাওয়ের মাঝি
কানাই পার করে দে
কুন মেস্তরী নাও বানাইল
গাজী গাজী বল ভাই বদর
দূতী গো আমার মন ভালো
দোকান খোলো দেখি
নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া
পার করিয়া দেওরে মাঝি
প্রাণদূতী—এ, এ, এ, আরে তোমার
বন্ধু দাঁড়াও রে প্রেমের বাতাস
যাত্রা করাইয়া মোরে দেগো নন্দরাণী
যাওয়ার আগে আশা গো জাগে
রূপসী নদীর নাও
শুন ললিতে কই তোমারে
সখী পারঘাটে চল্ যমুনায়
সুজন মাঝিরে কোন ঘাটে
সুন্দইর‍্যা মাঝির নাও উজান চলে
সোনা বউয়ের মনের ভাব বুঝা
হো ঐ দেখো কে যায়

অন্যান্য top

অতীত গিয়াছে অতীতে মিলায়ে, সম্মুখে
আউনি বাউনি সোনার বাউনি
আজ কি আনন্দ
আজ কি আনন্দ হৈল জনক
আবার যখন গান ধরেছি গাব
আমি আর কিছু চাহে নাই
আমি বেল ফুল ফিরি করি,
আয় রে বাঙালী, আয় সেজে
আরে আরে আরে রে রে
আরে তানা না তানা না
ইস্টিশানের রেলগাড়ীটা
উঠ উঠ ভাবের বন্ধু, চেতন
উঠিয়া বসিল নাগর নিদের আলসে
এমন একটা কেস
এসেছে ভারতের নব জাগরণ
ঐ যাদু ভরা কাল চোখে
ও নদীরে তোর কোন কি
ওরে বৃন্দাবন হতে বড় শ্রীপাট
কতটুকু লেখা যায় চিঠিতে,
কর্তাভজা করতে যাই চলো সকালে
করমের যুগ এসেছে, সবাই
কলির কি এই বিবেচনা,
কলের গাড়ী তাড়াতাড়ি
কার কম্বু নিনাদে যেন অমৃত
কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি ওগো
কি কর বসন্তের মাগো নিশ্চিন্তে
কৃষ্ণ তোমার হলাম বলে
কে তুলরে পুষ্প তুমি রাজবাড়ির
কোন্ পরবে ভাইরে আনলে লেগলে
কুন গাঙ্গে আইল পানি মন
ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা পান খাইয়া
চল মিনি আসাম যাব
চল্ রে চল্ রে চল্
চাঁদবদনী তুইলো আমার জীবন মরণ

চিড়া কুটি, চিড়া কুটি বৌল
চ্যাং মাছে বলে মাঝি ভাই
জাগো গো জাগো গো জননী,
জাগরে ভাই, সবে স্মরিয়া কেশবে
ডর ডং ডং টর ডং ডং
ডুব মারি ভাই, ডুব মারি
তিনদিন তোর বাড়িতে গেলাম
তুই আমার চান্দের কণা
তেঁতুল পাতে তেঁতুল পাতে ননদী
তোরা দোল দেখবি আয়
দালান দিলি মহল দিলি
ধান্য গম আর কলাই তিলে
নিশির শোভা শশী, আর শশীর
নীচুর কাছে নীচু হতে(অ)
নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তপ্ত
পালকি চলে জোর কদমে পালকি
পুতুল খেলার বিয়ে লো সই
প্রভাত সময় কালে
প্রেম শিখাইয়া দিলি এত
বন্দেমাতরম বলে
বন্ধু তোমার লাগিয়া রে,
বলি ও কলির ব্যবহার বলব
বসন্‌রা বিয়া করে চৈতা রাজার
বাঁশের দ্রব্য গঠন যত লোহা
বান এসেছে মরা গাঙে
বিধিরে তুই আমায় ছাড়া রঙ্গ
ভয় কি মরণে? রাখতে
ভাই রে মানুষ নাই এ
ভাটি হতে আসিলেন
ভাদর আশিন মাসে ভ্রমর বসে(অ)
মন রে, ফুল বাগানে নানা
মরি হায় রে আল্লা হায়
মা আমার বিশ্বরাণী
মানস নয়ন করি উন্মীলন
মানুষ নাই রে দেশে ভাইরে
মায়ের ডাকে সব জেগেছে
রাই জাগো রাই জাগো বলে
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
শ্রীদাম কহিছে বাণী
সকল কাজের মিলবে সময়
সাবধান! সাবধান!
সোনার ময়না কান্দে কানাই
স্বর্গের হাড়িয়া, হাড়িয়া, হাড়িয়া রে।
হরি দিন তো গেল
হাতে লেল ঠেঙা পায়ে লেল
হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
হায়রে, এখনো ফোটেনি আঁখি যার

— — — —

বাংলা লোক গান Folk Songs

contact: somen@iopb.res.in
URL:
http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.htm